

245

৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জামাত-শিবির বিপুল অস্ত্রের ভান্ডার গড়েছে

চট্টগ্রাম থেকে মোতাহার হোসেন : জামাত-শিবিরের প্রধান ডিপো বা ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭১-এর নরঘাতক বাহিনীর সদস্যরা প্রগতিশীল দলের নেতা-কর্মীদের ঘায়েল করার লক্ষ্যে 'বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সমাবেশ ঘটালে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের হিংস্র রূপ এর মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। গত ১৫ মার্চ শিবিরের ক্যাডার বাহিনী সিরাজুস সালাহীন-এর সশস্ত্র সদস্যরা ব্যাতিমান শিক্ষাবিদ ডঃ ফজলে হোসেন-এর ছেলেকে নির্মমভাবে মারধর করে এবং ২০ মার্চ ক্যাম্পাসে ৩ জন শিক্ষকের বাসায় বোমা হামলা চালায় ও ভলিবল ঘর করে। এ সময় শিক্ষকেরা বাসায় উপস্থিত ছিলেন না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসে জামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতা ডাঃ তৌকির বাসায় সিরাজুল সালাহীন বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র সমেত ৫টি সুটকেস, হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক মোঃ লোকমান ও হারুন-অর-রশিদের বাসায়ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মজুত করা হয়েছে প্রগতিশীল শিক্ষক ছাত্রের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে। তাছাড়া হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক গোলাম মহিউদ্দিন, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ হাফিজ উল্লাহ খান, গণিতের ডঃ আবদুল গফুর

ছাড়াও নুরুদ্দিন চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, শামসুল আলমের বাসায় শিবিরের অস্ত্র মজুত ছাড়াও সিরাজুস সালাহীন বাহিনীর বেশ কিছু ক্যাডার অবস্থান করছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ চট্টগ্রামে শিবিরের সশস্ত্র অপারেশনের ব্যাপারে ডাঃ তৌকির হাফিজ উল্লাহ খান, আবদুল গফুরের উপস্থিতিতে অধ্যাপক লোকমানের বাসভবনে গত ১ এপ্রিল রাত ১০টায় এবং ৭ এপ্রিল রাত ৯টায় জামাত-শিবির, সিরাজুস সালাহীন বাহিনী ও ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের বিশেষ গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসব জামাত শিক্ষকদের প্ররোচনায় গত ৩ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক বার শিবিরের সশস্ত্র অপারেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফারুকুজ্জামান ফারুক নিহত হওয়া ছাড়াও ৩ থেকে ৪ শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক বিভিন্ন সময় প্রহত ও নাজেহাল হয়। ক্যাম্পাসে জামাত-শিবিরের ঘৃণ্য বড়বড় ও সন্ত্রাসের কারণে দীর্ঘ ২০ মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এদের বড়বড় ও সন্ত্রাসের মুখে সাবেক উপাচার্য ডঃ আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিলো।